(৫৭)

যুগান্তর

তারিখ JUL 3 1 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

ছাএদল-শিবির রাতভর সংঘর্ষে আহত অর্ধশত দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ

দিনাজপুর প্রতিনিধি

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের দফায় দফায় সংঘর্ষ ও কলেজ হোস্টেলে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষ রোববার গভীর রাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে। রোববার বেলা ১২টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শনিবার রাত ১০টার দিকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছাত্রদল ও যুবদলের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের তিন দফা সংঘর্ষ হয়। রাত দেড়টা পর্যন্ত সংঘর্ষে উভয় দলের কমপক্ষে ৫০ জন নেতাকর্মী ও ৭ পুলিশ আহত হয়েছেন। -রোববার সকাল ৮টার দিকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের ৩য় তলায় ১০১ ও ১০৮ নম্বর কক্ষে শিবির কর্মীরা অগ্নিসংযোগ করেছে। কলেজ হোস্টেলে ব্যাপক ভাংচুরের ঘটনায় ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রোববার দুপুরে দিনাজপুরে মেডিকেল কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষের পর রাতে আবার এ সংঘর্ষ শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাডাররা দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রধান ফটকের সম্মুখে 'ছাত্রদলের আস্তানা, দিনাজপুরে রাখব না' এই স্লোগান দিতে থাকে। স্লোগান শুনে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে জামায়াত ও শিবির নেতাকর্মীদের ওপর চড়াও হয়। সংঘর্ষ বাধলে দিনাজপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আনোয়ারুল ইসলাম, শহর সেক্রেটারি আবদুল মতিন, সরকারি কলেজের ছাত্রশিবির সভাপতি তাজউদ্দীন, শহর শিবিরের হাবিবুল্লাহ, জেলা শিবিরের সভাপতি মেহেরাব আলীসহ ১৬ জন নেতাকর্মী আহত হন। শিবির কর্মীদের হাতে পৌর বিএনপি ১০নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক শৈবালসহ ১০ জন ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মী আহত হন। এ সময় সংঘর্ষকারীরা হাসপাতালের সম্মুখে রাখা দুটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাত ১টার দিকে বেধড়ক লাঠিচার্জ করলে পথচারীসহ জামায়াত-বিএনপির কমপক্ষে ৩০ জন আহত হন। আহতদের স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে দেখা গেছে। ছাত্রদল ও যুবদলের হামলা শিকারের ভয়ে

বন্ধ : কলেজ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র

শিবির কর্মী ফারুক, আবদুল শাকুর, আবদুর রহিম, নজির ও মাসুদকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে রোববার দুপুরে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, শিক্ষক পরিষদের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বেলা ১২টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, কলেজে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা তদন্তের জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে ডাঃ মোসাদ্দেক হোসেনকে। অন্য সদস্যরা হলেন— ডাঃ বুলন্দর আক্তার টগর, ডাঃ আবদুল মোমেন, হল সুপার ডাঃ জহরুল ইসলাম, ডাঃ সুবীর কুমার সরকার ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত কমিটির